

সূরা ৮৩ : মুতাফফিফীন, মাক্কী (আয়াত ৩৬, রুকু ১)	৮৩ - سورة المطففين، مَكِّيَّة (آيَاتُهَا : ٣٦، رُكُوعَاتُهَا : ١)
--	--

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(১) মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়,	١. وَيَلُ لِّلْمُطَفِّفِينَ
(২) যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে।	٢. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
(৩) এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওয়ন করে দেয় তখন কম দেয়।	٣. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
(৪) তারা কি চিন্তা করেনা যে, তারা পুনরুত্থিত হবে,	٤. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ
(৫) সেই মহান দিবসে;	٥. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
(৬) যে দিন সমস্ত মানুষ দাঁড়াবে জগতসমূহের রবের সম্মুখে!	٦. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

মাপে ও ওয়নে কম দেয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ

সুনান নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহয় বর্ণিত আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় মাদীনায আগমন করেন সে সময় মাদীনাবাসীরা মাপে দেয়া/নেয়ার ব্যাপারে খুবই নিকৃষ্ট ধরনের আচরণ করত। এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হলে তারা মাপ ও ওয়ন ঠিক করে নেয়। (নাসাঈ ৬/৫০৮, ইব্ন মাজাহ ২/৭৪৮)

تُطْفِفُ এর অর্থ হল মাপে অথবা ওয়নে কম দেয়া। অর্থাৎ অন্যদের নিকট হতে নেয়ার সময় বেশী নেয়া, আর অন্যদেরকে দেয়ার সময় কম দেয়া। এ জন্যই তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। তারা নিজেদের প্রাপ্য নেয়ার সময় পুরাপুরি নেয়, এমনকি বেশীও নেয়। অথচ অন্যদের প্রাপ্য দেয়ার সময় কম করে দেয়।

মাপ ও ওয়নকে ঠিক করার হুকুম কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতগুলিতেও রয়েছে :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওয়ন করবে সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৩৫) আর এক জায়গায় বলেন :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْفِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আর আদান-প্রদান, পরিমান-ওয়ন সঠিকভাবে করবে, আমি কারও উপর তার সাধ্যাতীত ভার (দায়িত্ব/কর্তব্য) অর্পণ করিনা। (সূরা আন‘আম, ৬ : ১৫২) তিনি আরো বলেন :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

ওয়নের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং মিয়ানে কম করনা। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ৯)

ওযনে কম দানকারীকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভীতি প্রদর্শন

শুআইবের (আঃ) কাওমকে আল্লাহ তা‘আলা এই মাপের কারণেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। এখানেও আল্লাহ তা‘আলা ভয় প্রদর্শন করছেন যে, জনগণের প্রাপ্য যারা নষ্ট করছে তারা কি কিয়ামাতের দিনকে ভয় করেনা, যেদিন সেই মহান সত্ত্বার সামনে তাদের দাঁড়াতে হবে, যে সত্ত্বার কাছে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কিছুই গোপন নেই? সেই দিন খুবই বিভীষিকাময়, আশংকাপূর্ণ, ভয়াবহ এবং উদ্বেগজনক দিন হবে। সেই দিন এসব ক্ষতিসাধনকারী লোক জাহান্নামের দাউ দাউ করে জ্বলা গণগণে আগুনে প্রবেশ করবে। সেই দিন সমস্ত মানুষ নগ্ন পাবে, নগ্ন দেহে খাৎনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। তারা যেখানে দাঁড়াবে সে জায়গা হবে সংকীর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন, নানা বিপদ-বিভীষিকাময় আপদে পরিপূর্ণ। সেখানে এমন সব বালা-মুসীবাত নাযিল হবে যে, মন অতিশয় বিচলিত ও ভয়কাতর হয়ে পড়বে। হুঁশ-জ্ঞান সব লোপ পেয়ে যাবে।

ইমাম মালিক (রহঃ) না‘ফি (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যেদিন সমস্ত মানুষ জগৎসমূহের রবের নিকট দাঁড়াবে সেই দিন তাদের কেহ কেহ তার ঘামে তার কর্ণধ্বয়ের অর্ধেক পর্যন্ত ডুবে যাবে। ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটি মালিক (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আউন (রহঃ) মারফত নাফী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমও (রহঃ) দু’টি ভিন্ন ধারা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ((ফাতহুল বারী ৮/৫৬৫, মুসলিম ৪/২১৯৫, ২১৯৬)

মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ কিন্দী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : কিয়ামাতের দিন সূর্য বান্দাদের এত নিকটে থাকবে যে, ওর দূরত্ব হবে এক মাইল বা দুই মাইল। ঐ সময় সূর্যের প্রচণ্ড তাপ হবে। প্রত্যেক লোক নিজ নিজ আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে। কারও পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, কারও হাঁটু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত ঘাম পৌঁছবে, আবার কারও

কারও ঘাম তার লাগামের মত হয়ে যাবে (অর্থাৎ ঘাম তার নাক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে)।

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাতের দিন সূর্য এত নিকটে আসবে যে, ওটা মাত্র এক অথবা দুই মাইল উপরে থাকবে। ওর তাপ এত তীব্র ও প্রচণ্ড হবে যে, ওর তাপে মানুষের ঘাম তাদের পাপ অনুপাতে ঢেকে ফেলবে। ঘাম কারও পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছবে, কারও পৌঁছবে হাটু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত। আবার কারও ঘাম তার ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। (আহমাদ ৬/৩, মুসলিম ২৮৬৪, তিরমিযী ৭/৮৯)

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত মানুষ আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেহ কোন কথা বলবেনা। সৎ আমলকারী এবং পাপী সবাইকে ঘামের লাগাম ঘিরে রাখবে। (তাবারী ২৪/২৮১) ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন যে, তারা একশ’ বছর দাঁড়িয়ে থাকবে। (তাবারী ২৪/২৮০)

সুনান আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইব্ন মাজাহয় আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত শুরু করতেন তখন দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আলহামদুলিল্লাহ, দশবার সুবহানাল্লাহ এবং দশবার আসতাগফিরুল্লাহ বলতেন। তারপর বলতেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي.

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে রিয়ক দিন এবং আমাকে নিরাপদে রাখুন। অতঃপর তিনি কিয়ামাত দিবসে দাঁড়ানোর জায়গার সংকীর্ণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (হাদীস নং ১/৪৮৬, ৩/২৯৯ ও ১৪৩১)

(৭) না, না, কখনই না;
পাপাচারীদের ‘আমলনামা
নিশ্চয়ই সিজ্জীনে থাকে;

۷. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي

سَجِّينٍ

(৮) সিঁজীন কি তা কি তুমি জান?	৮. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ
(৯) ওটা হচ্ছে লিখিত পুস্তক।	৯. كِتَابٌ مَّرْقُومٌ
(১০) সেদিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের	১০. وَيَلُومُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
(১১) যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে,	১১. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الَّذِينَ
(১২) আর সীমা লংঘনকারী মহাপাপী ব্যতীত কেহই ওকে মিথ্যা বলতে পারেনা।	১২. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
(১৩) তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে : এটা তো পুরাকালীন কাহিনী।	১৩. إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
(১৪) না, এটা সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের উপর মরিচা রূপে জমে গেছে।	১৪. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
(১৫) না, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের রবের সাক্ষাত হতে অস্তরীণ থাকবে;	১৫. كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحُجُوبُونَ

(১৬) অনন্তর নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে;	۱۶. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ
(১৭) অতঃপর বলা হবে : এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতেন।	۱۷. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

পাপাচারীদের আমল এবং তাদের পরিণতি

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, পাপাচারী ও মন্দ লোকদের ঠিকানা হল সিজ্জীন। এ শব্দটি **فَعِيلٌ** - এর অনুরূপ ওয়নে **سَجَنٌ** থেকে নেয়া হয়েছে। **سَجَنٌ** শব্দের আভিধানিক অর্থ হল সংকীর্ণতা।

বর্ণিত আছে যে, এই জায়গাটি সাত যমীনের তলদেশে অবস্থিত। বারা ইব্ন আযিবের (রাঃ) সুদীর্ঘ হাদীস পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফিরদের রূহ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা (মালাইকা/ফেরশেতাগণকে) বলে থাকেন : তোমরা তার আমলনামা সিজ্জীনে লিখে নাও। আর এই সিজ্জীন সাত যমীনের নীচে অবস্থিত। (তাবারানী ২৩৮, হাকিম ১/৩৭) বলা হয়েছে যে, সিজ্জীন হল সপ্তম যমীনের নীচে। সপ্তম যমীনের মধ্যবর্তী কেন্দ্র সবচেয়ে সংকীর্ণ। কেননা কাফিরদের প্রত্যাবর্তনের জায়গা সেই জাহান্নাম সবচেয়ে নীচে অবস্থিত। অন্য জায়গায় রয়েছে :

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٦) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

অতঃপর আমি তাকে হীনতাপ্রাপ্তদের হীনতমে পরিণত করি, কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মু‘মিন এবং সৎকর্ম পরায়ণ। (সূরা তীন, ৯৫ : ৫-৬) মোট কথা সিজ্জীন হল একটা অতি সংকীর্ণ এবং নীচু জায়গা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا

এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ১৩)

كِتَابٌ مَّرْقُوبٌ ওটা হচ্ছে লিখিত পুস্তক, এটা সিঁজীনের একটি বর্ণনা মাত্র, এটা হল তাদের জন্য পরিণতি যা লিখিত রয়েছে। অর্থাৎ পরিণামে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাদের এই পরিণাম লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। এতে এখন আর কম-বেশী কিছু করা হবেনা। (দুররুল মানসুর ৮/৪৪৪) বলা হচ্ছে : তাদের পরিণাম যে সিঁজীনে হবে এটা আমার কিতাবে পূর্বই লিখে দেয়া হয়েছে। এই লিখাকে যারা অবিশ্বাস করবে সেদিন তাদের মন্দ পরিণাম হবে। তারা জাহান্নামের অবমাননাকর শাস্তির সম্মুখীন হবে। মোট কথা, তাদের ধ্বংস ও সর্বনাশ সাধিত হবে। وَيْلٌ শব্দের অর্থ হল সর্বনাশ, ধ্বংস এবং মন্দ পরিণাম। যেমন বলা হয় : ধ্বংস ও মন্দ পরিণাম অমুকের জন্য। আর যেমন মুসনাদ ও সুনানের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

ঐ ব্যক্তির জন্য মন্দ পরিণাম যে মানুষকে হাস্য-কৌতুকের জন্য মিথ্যা কথা বলে থাকে; তার জন্য মন্দ পরিণাম, তার জন্য মন্দ পরিণাম। (নাসাঈ ৬/৫০৯) এরপর ঐ অবিশ্বাসী পাপী কাফিরদের সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন : الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ يَوْمَ الدِّينِ এরা এমন লোক যারা আখিরাতের শাস্তি এবং পুরস্কারকে অস্বীকার করে। বিবেক বুদ্ধির বিপরীত বলে পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারকে বিশ্বাস করতনা। যেমন বলা হয়েছে : কিয়ামাতকে মিথ্যা মনে করা ঐ সব লোকেরই কাজ যারা নিজেদের কাজে সীমা ছাড়িয়ে যায়, হারাম কাজ করতে থাকে অথবা বৈধ কাজে সীমা অতিক্রম করে। যেমন পাপীরা নিজেদের কথায় মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, গালাগালি করে ইত্যাদি। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন, যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে : এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক এগুলি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ হতে সংকলন ও সংযোজন করা হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أُنزِلَ رُبُّكُمْ قَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ

যখন তাদেরকে বলা হয় : তোমাদের রাব্ব কি অবতীর্ণ করেছেন?
উত্তরে তারা বলে : পূর্ববর্তীদের কিসসা-কাহিনী। (সূরা নাহল, ১৬ : ২৪)
আরও বলেন :

وَقَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكُتِّبَ بِهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

তারা বলে : এগুলি তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে;
এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫)
আল্লাহ তা‘আলা জবাবে বলেন : প্রকৃত ঘটনা তাদের কথা ও ধারণার
অনুরূপ নয়। বরং এ কুরআন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কালাম। এটা আল্লাহর
অহী যা তিনি তাঁর বান্দাদের উপর নাযিল করেছেন। তবে হ্যাঁ, তাদের অন্ত
রের উপর তাদের মন্দ কাজসমূহ পর্দা স্থাপন করে দিয়েছে। পাপ এবং
অন্যায়ের আধিক্যের কারণে তাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে। কাফিরদের
অন্তরের উপর رَيْن হয়। ঈমানদারদের অন্তরে غِيْم হয় এবং তারা হয়
আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা।

জামে তিরমিযী, সুনান নাসাঈ, সুনান ইব্ন মাজাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে
বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :
‘বান্দা যখন পাপ করে তখন তার মনে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। যদি
তাওবাহ করে তাহলে ঐ দাগ মুছে যায়। আর যদি ক্রমাগত পাপে লিপ্ত
থাকে তা হলে ঐ কালো দাগ বিস্তার লাভ করে। (তাবারী ২৪/২৮৭,
তিরমিযী ৯/২৫৩, নাসাঈ ৬/৫০৯, ইব্ন মাজাহ ২/১৪১৮) ইমাম তিরমিযী
(রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ
কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে একটি জায়গায় রাখা হবে, সেই জায়গার নাম
‘সিজ্জিন’। তাদেরকে তাদের রাব্ব বা সৃষ্টিকর্তা থেকে আড়াল করে রাখা
হবে। আবু আবদুল্লাহ আশ শাফিঈ (রহঃ) বলেন : এ আয়াত থেকে প্রমাণ
হয় যে, মু‘মিন ব্যক্তির ঐ দিন আল্লাহকে দেখতে পাবেন।

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُونَ

অতঃপর বলা হবে : এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে। (সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ : ১৭)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : **ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ** অতঃপর তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ কাফিরেরা শুধু আল্লাহর দীদার লাভ থেকেই বঞ্চিত হবেনা, বরং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অর্থাৎ তাদেরকে ধমক, ঘৃণা, তিরস্কার ও ক্রোধের স্বরে বলা হবে : এটাই ঐ জায়গা যা তোমরা অস্বীকার করতে।

(১৮) অবশ্যই পুন্যবানদের 'আমলনামা ইল্লিয়ীনে থাকবে,	১৮. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ
(১৯) ইল্লিয়ীনে কি তা কি তুমি জান?	১৯. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ
(২০) (তা হচ্ছে) লিখিত পুস্তক।	২০. كِتَابٌ مَّرْقُومٌ
(২১) আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তরা ওটা প্রত্যক্ষ করবে।	২১. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ
(২২) সৎ আমলকারী তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে।	২২. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ
(২৩) তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে।	২৩. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ
(২৪) তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে,	২৪. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ
(২৫) তাদেরকে মোহরযুক্ত বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান	২৫. يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ

করানো হবে,	مَخْتُومٌ
(২৬) ওর মোহর হচ্ছে কস্টরীর। আর থাকে যদি কারও কোন আকাংখা বা কামনা, তাহলে তারা এরই কামনা করুক।	۲۶. خَتَمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
(২৭) ওর মিশ্রণ হবে তাসনীমের	۲۷. وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ
(২৮) এটি একটি প্রস্রবণ, যা হতে নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করে।	۲۸. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

সং আমলকারীদের আমলনামা এবং তাদের উত্তম প্রতিদান প্রসঙ্গ

পাপীদের পরিণাম অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তাদের অবস্থার বর্ণনা দেয়ার পর এবার সং আমলকারীদের সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : সং আমলকারীদের ঠিকানা হবে ইল্লিয়ীনে যা সিজ্জীনের সম্পূর্ণ বিপরীত। কা‘বকে (রাঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই সিজ্জীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, উত্তরে কা‘ব (রাঃ) বলেন যে, সপ্তম যমীনকে সিজ্জীন বলা হয়। সেখানে কাফিরদের রুহ অবস্থান করছে। ইল্লিয়ীন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : সপ্তম আসমানকে ইল্লিয়ীন বলা হয় সেখানে মু‘মিনদের রুহ অবস্থান করছে। (তাবারী ২৪/২৯১) আলী ইব্ন আবী তালহা বলেন : যে, كُلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيْنَ, এর অর্থ হল জান্নাত। (তাবারী ২৪/২৯২)

অন্য লোকেরা বলেন : এটা সিদরাতুল মুনতাহার কাছে রয়েছে। (তাবারী ২৪/২৯২) প্রকাশ থাকে যে, এ শব্দটি **عُلُوٌّ** শব্দ হতে গৃহীত হয়েছে। **عُلُوٌّ** শব্দের অর্থ হল উঁচু। যে জিনিস যত উঁচু এবং বুলন্দ হবে তার প্রশস্ততা এবং প্রসারতাও ততো বেশী হবে। এ কারণেই তার বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদা বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে : তোমরা এর বিশেষত্ব সম্পর্কে অবগত নও কি? তারপর বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে : মু'মিনরা যে ইল্লিয়ীনে থাকবে এটা নিশ্চিত ব্যাপার, কিতাবে তা লিখিত হয়েছে। ইল্লিয়ীনের কাছে আকাশের সকল বিশিষ্ট মালাইকা গমন করে থাকেন। তারপর বলা হয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন এই সৎ আমলকারীরা চিরস্থায়ী নি'আমাত রয়েছে এমন বাগানসমূহে অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তা'আলার রাহমাতসমূহ তাদের উপর বৃষ্টিধারার মত বর্ষিত হবে। মু'মিন বান্দারা পালংকে বসে থাকবে এবং নিজেদের সাম্রাজ্য ধন-সম্পদ, মর্যাদা ও সম্মান প্রত্যক্ষ করবে। তাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার এসব নি'আমাত অফুরন্ত। তারা নিজেদের আরামালয়ে সম্মানিত উচ্চাসনে বসে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করে ধন্য হবে। এটা কাফির মুশরিকদের সাথে কৃত আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইল্লিয়ীনবাসীদের প্রতি সব সময় আল্লাহর দীদারের অনুমতি থাকবে।

কেহ তাদের চেহারার প্রতি তাকালে এক দৃষ্টিতেই তাদের পরিতৃপ্তি, আনন্দ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সজীবতা, মর্যাদার অনুভূতি, বৈশিষ্ট্য এবং আরাম আয়েশের পরিচয় পেয়ে যাবে এবং তাদের গৌরবময় মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে অবহিত হবে এবং অনুধাবন করবে যে, তারা সুখ সাগরে ডুবে আছে। তাদের মধ্যে জান্নাতী শারাব পরিবেশনের পর্ব চলতে থাকবে।

رَحِيقٌ হল জান্নাতের এক প্রকারের শারাব। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/২৯৬)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, **خَتَامُهُ مِسْكٌ** এর অর্থ হচ্ছে ওর মিশ্রণ হবে মিসক বা কস্তুরী। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য শারাবকে

পবিত্র করবেন এবং মিসকের মোহর লাগিয়ে দিবেন। (তাবারী ২৪/২৯৭) এই অর্থও হতে পারে যে, সেই শরাবের সর্বশেষ মিশ্রণ হবে মিশ্ক অর্থাৎ তাতে কোন প্রকার দুর্গন্ধ নেই, এবং মিসকের সুগন্ধি থাকবে।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : **وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ** এর বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। অর্থাৎ প্রতিযোগিতাকারীদের সেই দিকে সর্বাঙ্গিক মনোযোগ দেয়া উচিত। যেমন অন্য এক জায়গায় রয়েছে :

لِمَثَلٍ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلُونَ

এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৬১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন **وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ** এখানে যে মদের কথা বলা হয়েছে তাতে মিশ্রিত রয়েছে তাসনিম নামক উপাদান, যা একমাত্র জান্নাতীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী করা হবে, যার স্বাদ অপূর্ব এবং যা পৃথিবীর কোন পানীয়ের সাথে তুলনা করার নয়। আবু সালিহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩০১) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করবে তারাই শুধু ঐ মিশ্রণ জাতীয় পানীয় যখন ইচ্ছা তখন পান করতে পারবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), মাসরূক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩০০, ৩০১)

(২৯)

অপরাধীরা

মু'মিনদেরকে উপহাস করত,

۲۹. إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا

مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ

(৩০) এবং তারা যখন মু'মিনদের নিকট দিয়ে যেত তখন,	৩০. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ
(৩১) এবং যখন তাদের আপনজনের নিকট ফিরে আসত তখন.	৩১. وَإِذَا أُنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أُنْقَلَبُوا فَيَكْهِنُونَ
(৩২) এবং যখন তাদেরকে দেখত তখন বলত : এরাই তো পথভ্রষ্ট।	৩২. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ
(৩৩) তাদেরকে তো এদের সংরক্ষক রূপে পাঠানো হয়নি!	৩৩. وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
(৩৪) আজ তাই মু'মিনগণ উপহাস করছে কাফিরদেরকে,	৩৪. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
(৩৫) সুসজ্জিত আসন হতে তাদেরকে অবলোকন করে।	৩৫. عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ
(৩৬) কাফিরেরা তাদের কৃত কর্মের ফল পেলো তো?	৩৬. هَلْ تُؤَبُّ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

মু'মিনদের প্রতি পাপীদের

বিদ্রোপাত্মক আচরণ ও ব্যঙ্গাত্মক উক্তি

আল্লাহ তা'আলা পাপীদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, পৃথিবীতে তো তারা খুব বাহাদুরী দেখায়, মু'মিনদেরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, চলাফিরার সময়

তিরস্কার ভর্তসনা করে, ব্যঙ্গাত্মক উক্তি করে এবং আরও নানা প্রকার অবমাননাকর উক্তি করে নিজেদের দলের লোকদের কাছে গিয়ে তারা আপত্তিজনক নানা কথা বানিয়ে বলে, যা খুশী তাই করে বেড়ায়, কুফরীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিমদেরকে নানা রকম কষ্ট দেয়। মুসলিমরা তাদের কথায় কান না দেয়ায় তারা মুসলিমদেরকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ তাদেরকে মু'মিনদের জন্য পাহারাদার করে পাঠানো হয়নি। কাজেই কাফিরদের এসব বলার কোনই প্রয়োজন নেই। কাফিরদের কি হয়েছে যে, তারা মু'মিনদের পিছনে লেগে থাকে এবং ব্যঙ্গাত্মক কথাবার্তা বলে বেড়ায়? যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

أَخْسَؤْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوَكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ. إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ

তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলিসনা। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত : হে আমাদের রাব্ব! আমার ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের উপর দয়া করুন, আপনি তো দয়ালুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এত ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল; তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টাই করতে। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১০৮-১১১) এ জন্যই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন : কিয়ামাতের দিন মু'মিনগণ কাফিরদেরকে উপহাস করবে ও সুসজ্জিত আসন হতে তাদেরকে অবলোকন করবে।

এটা স্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ মু'মিনরাই ছিল সুপথ প্রাপ্ত, এরা পথভ্রষ্ট ছিলনা, বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে পথভ্রষ্ট। অথচ তোমরা এদেরকে পথভ্রষ্ট বলতে। প্রকৃত পক্ষে এ মু'মিনগণ ছিল আল্লাহর বন্ধু এবং তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত। এ জন্যই আজ আল্লাহর দীদার এদের চোখের সামনে রয়েছে, এরা আজ আল্লাহর মেহমান এবং তাঁর দেয়া মর্যাদাসিদ্ধ উচ্চাসনে সমাসীন।

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : هَلْ تُؤْثِرُ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ এসব কাফির দুনিয়ার এই মুসলিমদের সাথে যে সব দুর্ব্যবহার করেছে, আজ কি তারা তাদের সেই সব ব্যবহারের পুরোপুরি প্রতিফল পায়নি? অবশ্যই পেয়েছে। তাদের পরিহাসের পরিবর্তে আজ তারা পরিহাস লাভ করেছে। এ কাফিরেরা যে সব মুসলিমকে মর্যাদাহীন বলত, আল্লাহ আজ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন।

সূরা মুতাফফিফীন এর তাফসীর সমাপ্ত।